স্বাধীনতার চতুর্দশপদী
ভজন সরকার

কালের দুখাই
(সাহসী এক স্বাধীনতা সংগ্রামী - কে)

কাঁপানো শীতের রাতে খেসারীর মাঠে একা একা
হেঁটে গেছে কুঁয়াশার পায়ে এক কালের কিশোর
দূরন্ত দস্যুতা ছিল মনে ছিল বাসনা দূর্জয়
বালি জ্যোৎস্নার মৃদু অন্ধকার ফেরাতে পারে নি
তাকে । কিংবা শিশিরের জলে গলে নি কষ্টের নদী ।
আহ্বান ছিল তার মাঠের ওপারে বাঁধা ঘর
বর্তমান তুচ্ছ ছিল ইতিহাস ডেকেছিল দূরে
খালি পায়ে নেমে গেছে মধ্যমাঠে শীতের শিশিরে ।

ঠিকানা কোথায় ছিল বোঝা ভার কিন্তু ছিল তার
পায়ের স্বর্নালী ছাপ ছোপ মারা ঈগলের ক্ষুর
ভেতরে নক্ষত্র ছিল সারা রাত তারার আকাশ
ঠিকানা কোথায় ছিল বোঝা ভার কিন্তু ছিল সব
বর্তমান তুচ্ছ ছিল ইতিহাস ডেকেছিল দূরে
খালি পায়ে নেমে গেছে মধ্যমাঠে শীতের শিশিরে ।

নিভৃতে স্বপ্নের খোঁজে

আর কতটুকু হলে সমুদ্রে ভাসাবে নাও তুমি
স্মৃতিরা মেদুর হলে কবে পাবে স্বপ্নেরা বাতাস ?
এই যে সারাক্ষন চাপ চাপ ভালবাসা থেকে
অবিরাম ঝরে যায় রক্তের কনা-সমুদ্র জল
এই যে প্রতিদিন আলোর মিছিলে নামে ঝড়
অন্ধকার জলোচ্ছাসে ভেসে যায় স্মৃতির ব-দ্বীপ
আর কতটুকু হলে ভোরের বাতাস ভরে যাবে
রবিশঙ্করের তানে বেহালা সেতারে ও এস্রাজে ।

বাতাস এখনো তাই খুলে নেয় স্মৃতির কপাট
দুঃখেরা এখনো তুলে নেয় পাল ভোরের আগুনে
আকাশে এখনো বৃষ্টি খুঁজে ফেরে রাতের সে পথ
সারাদেশ আজ ক্ষত রাত্রির কিনারে অন্ধকার
মাটিতে ছড়িয়ে থাকা স্খলিত বীজের সোঁদা গন্ধ
অনাকার অন্ধকারে কি খোঁজ তুমি একাকী রাতে ?

সমর্পন

অথচ যাদের জন্য বেঁচেছিলাম এই নির্জণে
তারা আজ কেউ নেই । অতীত অতীব অগ্রগামী
মহাকাল নিঃশব্দের অনুযোগে সুন্দর আগামী
দেখাতে চায় নিয়ত । আয়ুর বুদবুদ স্ব-অজর্ণে
সতত নিক্ষিপ্ত শুধু কালের অনড় আহ্বানে ।
কৃষ্ণ পক্ষে আলোকিত বিপরীত দাহগন্ধময়
মানুষের বহুকষ্টে ডুব সাঁতার অনন্তস্রোতে,
অথচ কেউ নেই তারা বৃষ্টির বিবিক্ত দিনে ।

বহুকাল প্রতিক্ষায় থেকে আমার প্রত্যয়াতীত
প্রত্যাশারা তুলে নেয় তাঁবু নগ্ন নিস্তব্ধ প্রান্তরে ।
আমার বিদ্রোহী শোক, লংঘনীয় লুন্ধিত অতীত
অসংলগ্ন কথকতা নাক্ষত্রিক মঙ্গলপ্রদীপ
জ্বালাময় আলো এই সন্ধ্যা উৎসর্গীত শীত
সব কিছু সভ্যতার দেহে শপে যাই একেবারে ।